সফর চাঁদের শেষ বুধবার আখেরী চাহার শোম্বা

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শেষ তিন মাস গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বেদনাদায়ক ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। পবিত্র বিদায়ী হজ্জের দিন অর্থাৎ ১০ম হিজরীর ৯ই জিলহজ্ব তারিখে আরাফাতের দিনে হুজুরের মহা প্রস্থানের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় "আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম" আয়াত নাযিলের মধ্য দিয়ে। সে দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) উক্ত আয়াত শুনে কেঁদে জার জার হয়েছিলেন। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতটি ছিল খুশীর ও আনন্দের। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) এর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এর অন্তর নিহিত ইঙ্গিত। উক্ত আয়াতে দ্বীনের পরিপূর্ণতা, খোদায়ী নেয়ামতের পরিসমাপ্তি ও দ্বীন ইসলামের উপর কোদায়ী রেযামন্দীর ঘোষনায় হযরত আবু বকর (রাঃ) বুঝে ফেলেছিলেন যে- পরিপূর্ণতা, পরিসমাপ্তি ও রেযামন্দি ঘোষণার পর করণীয় আর কিছুই থাকে না। শুধু বিদায়ের প্রস্তুতিই একমাত্র সম্বল। তাই অন্যান্য সাহাবীগণ বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে সেদিন আনন্দ করলেও হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উপলব্ধি শুনে তাদের মধ্যে পরে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিন বলেছিলেন- "হয়তো এই হজ্বই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্ব"।

এরপর মীনাতেও আর একটু পরিষ্কার করে বলেছিলেন- "আল্লাহ তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাত নির্বাচন করার ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রিয় বান্দা আখেরাতকেই গ্রহণ করেছেন।" সাহাবীগণের মধ্যে সেদিন শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীনাতে কোরবানী শেষে মাথা মুন্ডন করে চুল মোবারক সাহাবীগণের মধ্যে তাবারুক হিসাবে বন্টন করে দেন। এটাও ছিল বিদায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। ঐ চুল মোবারকেরই কিছু কিছু অংশ বংশ পরম্পরায় সুরক্ষিত হয়ে আজও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান আছে। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ও কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদে সেই পবিত্র কেশ মোবারক হেফাজতে রয়েছে এবং নবী প্রেমিকদের যিয়ারত গাহে পরিণত হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর সময় হযরতবাল মসজিদ ভারতীয় সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সারা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ব্যাপী তখন প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল।

হজ্বের পর পবিত্র মক্কা ভূমি ত্যাগ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের দিকে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে "খুম" নামক স্থানে এক কুপ-এর কাছে তিনি যাত্রা

বিরতি করেন। সেখানেই আহলে বাইত সম্পর্কে এবং বিশেষ করে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। হযরত আলী (রাঃ) কে "মাওলা" খেতাবে ভূষিত করেন। আহলে বাইতের শান-মান ও মহব্বতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সে সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাষণ দেন- ঐগুলোকে গদীরে খুমের ভাষণ বলা হয়। ঐ তারিখটি ছিল ১৮ই জিলহজ্ব। শিয়াদের নিকট এই দিনটি হচ্ছে ঈদের দিন। তাঁরা প্রতি বৎসর এই দিনে "ঈদে গদীরে খুম" পালন করে থাকে। তাদের মতে এ দিন নাকি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন- কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম নাকি ষড়যন্ত্র করে(?) হযরত আলী (রাঃ) কে বাদ দিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলিফা নির্বাচিত করে কাফেরে পরিণত হয়ে গেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। এটাই শিয়া অনুসারীদের আকিদা। কিন্তু এটা তাঁরা অন্যদের কাছে গোপন রাখে। সময় সুযোগ পেলে আকারে ইঙ্গিতে বলে ফেলে। এটাকে তাঁরা তুকিয়া বা গোপন সতর্কতা বলে। হুযুরের এসব অছিয়ত ও নছিহতকে শেষ বিদায়ের ইঙ্গিত বলে সাহাবায়ে কেরাম ধরে নেন।

মুহররমের ১লা তারিখ ১১ হিজরী মদিনা শরীফে পৌছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল পরপারের আলোচনাই বেশী করতেন এবং আকারে ইঙ্গিতে নিজের বিদায়ের কথা বলতেন। জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাযার যিয়ারত করতেন এবং প্রচুর কাঁদতেন আর বলতেন- "অচিরেই আমি তোমাদের সাথে মিলিত হবো"। এভাবে সফর মাসের অর্ধেক চলে গেল। সফরের ১৭/১৮ মতান্তরে ২২ তারিখে হঠাৎ করে হুযুরের অসুখ আরম্ভ হলো (বেদায়া নেহায়া ও নূর-নবী দেখুন)। ঐ দিন তিনি যিয়ারতের সাথী হযরত আবু মোহাইহাবা (রাঃ) কে বললেন "আমাকে দুনিয়ার যাবতীয় ধন ভান্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে এবং আমার ইচ্ছামত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার অথবা এখনই খোদার সান্নিধ্যে গমন করার এখতেয়ারও দেয়া হয়েছে"। আবু মোহাইহাবা (রাঃ) আরয করলেন "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সুযোগটি প্রথমেই গ্রহন করুন-এরপর খোদার সান্নিধ্যে গমন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, বরং আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার বিষয়টিই আমি গ্রহণ করে নিয়েছি। এভাবে তিনি বিদায়ের পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন। যিয়ারত শেষে হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা(রাঃ)-এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসতেই দেখলেন- হযরত আয়েশা (রাঃ) "মাথা গেল, মাথা

গেল" বলে মাথার ব্যথায় চিৎকার করছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহস্য করে আসল কথা বলে ফেললেন, "না আয়েশা! তোমার মাথা নয় বরং আমার মাথা"। একথা বলার সাথে সাথেই হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মাথা ব্যথা সেরে গেল। কিন্তু ব্যথা শুরু হলো নবীজীর মাথা মোবারকে। এ যেন স্বেচ্ছায় অন্যের অসুখ টেনে নিজের মধ্যে নিয়ে আসা। তরিকতের ভাষায় অন্যের বিপদ নিজের মধ্যে আনাকে "ছালব" বলা হয়। এভাবেই হুযুর- এর প্রত্যক্ষ অসুখ শুরু হয় এবং মাঝে সামান্য সময় বিরতি দিয়ে পুনরায় আরম্ভ হয় এবং ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার ইন্তিকালের উছিলা হয়ে দাঁড়ায়।

আখেরী চাহার শোম্বা ঃ

সকালে রোগ বিরতি ও রোগ মুক্তির গোসল ঃ

সফর মাসের শেষ বুধবার ৩০শে সফর। সকাল বেলা হঠাৎ করে জ্বরের বিরতি হলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ডেকে বললেন- আয়েশা! আমার জ্বর কমে গেছে। আমাকে গোসল করিয়ে দাও। সে মতে হুযুরকে গোসল করানো হলো।

তিনি সুস্থ বোধ করলেন। এটাই ছিল হুযুরের দুনিয়ার শেষ গোসল। এই গোসল ছিল শেফার গোসল। তাই প্রতি বৎসর মোমিনগণ শেফার নিয়তে এই দিন গোসল করে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে হুযুরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করে থাকেন। আল্লামা নবভী (রহঃ) "আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলি" গ্রন্থে এদিনের গোসলকে মোস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। ফাযায়েলে শুহুর ওয়াস সিয়াম গ্রন্থে চিনির বরতনে আয়াতে শেফা ও ৭ সালাম লিখে তা ধুয়ে পান করলে পাইল্‌স বিমার থেকে শেফা পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গোসল করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি ফাতেমা ও নাতীদ্বয়কে ডেকে এনে সকলকে নিয়ে সকালের নাস্তা করলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) এবং সুফফাবাসী সাহাবীগণ এ সংবাদ বিদ্যুতের গতিতে মদিনার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন। স্রোতের মত সাহাবীরা হুযুরের দর্শনের জন্য ভিড় জমাতে লাগল। মদিনার অলি গলিতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। ঘরে গরে শুরু হল সদ্‌কা, খয়রাত, দান সাখাওয়াত ও শুকরিয়া জ্ঞাপন। হযরত আবু বকর (রাঃ)- খুশীতে পাঁচ হাজার দিরহাম ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দান করলেন সাত হাজার দিরহাম। হযরত ওসমান (রাঃ) দান করলেন দশ হাজর দিরহাম এবং হযরত আলী (রাঃ) দান করলেন তিন হাজার দিরহাম। মদিনার ধনাঢ্য মুহাজির সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) খুশীতে আল্লাহর রাস্তায় একশত উট দান করে দিলেন। (সুবহানাল্লাহ্)

হুযুরের একটু আরামের বিনিময়ে সাহাবীগণ কিভাবে নিজের জান ও মাল লুটিয়ে দিয়েছিলেন- এ ঘটনাই তাঁর প্রকৃষ্ট

প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে নবীজীর জন্যে জান মাল কোরবান করলে আল্লাহ তাঁর খরিদ্দার হয়ে যান এবং এই মহব্বতের বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। (সুরা তৌবা ১১১ নং আয়াতের শানে নুযুল এবং যযবুল কুলুব কৃত শেখ আবদুল হক দেহলভীতে দেখুন)।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদতের দিন ১২ই রবিউল আউয়ালে উত্তম খানা পিনা তৈরী করে খাওয়ানো সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। খোদার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতের আগমনের দিনের চেয়ে বড় খুশীর দিন আর হতে পারে না। আল্লামা কুসতালানী (রহঃ) তাঁর মাওয়াহিব গ্রন্থে বেলাদাতের ঐ রাত্রিকে শবে কদরের চেয়েও উত্তম বলেছেন এবং আভিধানিক অর্থে সকল ঈদের সেরা ঈদ বলেছেন। ওহাবী নেতা থানবী সাহেব মাওয়াহিব গ্রন্থ অবলম্বন করেই তাঁর নশরুত ত্বীব কিতাবখানা লিখেছেন। তাই এই কিতাবটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

যাক- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রতি বৎসর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম দিবসে একটি লাল উট যবাই করে যিয়াফত দিতেন। তুরস্ক হতে প্রকাশিত হোসেইন হিলমী তাঁর রচিত Endless Bliss গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "Hazrat Abdullah IBN Abbass (R) used to sacrifise a Red Camel every year on the birth day of the Prophet (Sm)"

অর্থাৎ "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রতি বৎসর হুযুরের জন্ম দিনে একটি লাল উট জবেহ করতেন।"

আখেরী চাহার শোম্বা এমনই একটি দিন- যে দিনের সকালে আনন্দ আর বিকালে বিষাদের ছায়া। ঐ দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে সুস্থতা বোধ করে গোসল করেছেন। কিন্তু দুপুরেই পুনরায় প্রবল জ্বর দেখা দেয়। এই জ্বরেই ১২ দিন পর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে বেছালে হক্ব প্রাপ্ত হন। হযরত আলী (রাঃ) সূত্রে ইন্তিকালের এই সুনির্দিষ্ট তারিখটি বর্ণিত হয়েছে। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) এটিকেই শুদ্ধতম রেওয়ায়েত বলে ফতোয়া দিয়েছেন। সুন্নী বার্তা ১নং বুলেটিনে বিস্তারিত দলীলসহ ফতোয়াটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব অস্পষ্ট অংকের দলীল দিয়ে নবীজির ইনতিকাল দিবস ১লা রবিউল আউয়াল বলে যারা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন- তাদের মত সঠিক নয়। হযরত আলী (রাঃ) নবী পরিবারের সদস্য। তাঁর কথাই অগ্রগণ্য। আল্লাহ হেদায়াত নসীব করুন।

-অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল
প্রতিষ্ঠাতা
সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র